দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

78

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসী কোর্স

চিঠিপত্র

সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ওষুধ ব্যবস্থাপনার পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করে থাকে পদ্ধতিগত শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাজীবী ফার্মাসিস্টরা। আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে ফার্মাসিস্টরা একজন দক্ষ ওষুধ বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং যোগ্য প্রেসক্রাইবার। ওষুধ বিজ্ঞানে ফার্মাসিস্টদের অবদান তাই সর্বত্র স্বীকৃত। বলা হয়ে থাকে, "একজন চিকিৎসকের ভুলে একজন রোগী মারা যায়, কিন্তু একজন ফার্মাসিস্টের ভুলে হাজার হাজার লোকের জীবন হানি হতে পারে।"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ফার্মাসিস্টরা শুধুমাত্র ওষুধ কোম্পানীর সাথে যুক্ত। ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানীগুলোতে তারা গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণন এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর সাথে জড়িত। সাম্প্রতিককালে ওষুধ প্রশাসনেও ফার্মাসিস্টদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

তবে সবচেয়ে দুঃখজনক এই যে, বাংলাদেশে হাসপাতালগুলোতে সুদক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবী হিসেবে ওষুধ ব্যবস্থাপনায় ফার্মাসিস্টরা অন্তর্ভুক্ত নয়। যার ফলে ওষুধের সঠিক ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ও বন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অযোগ্য, অপেশাদারী ও ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিদ্যমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রতিযোগিতা-মূলক স্বল্প আসনের 'ফার্মাসী' বিভাগে দেশের অন্যতম সেরা মেধাবী ছাত্ররাই ভর্তি হয়ে থাকে টেকনোক্রাট হিসেবে। একজন যোগ্য ফার্মাসিস্ট তৈরীতে সরকারের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। অথচ রোগীদের প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ফার্মাসিস্টরা বঞ্চিত।

এ প্রেক্ষিতে দেশে অচিরেই ক্লিনিক্যাল ও হসপিটাল ফার্মেসী চালু করা দরকার। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি একান্তভাবে কাম্য।

–কে এম, মাহবুবুর রশিদ লিটন